সংবাদ

67

তারিখ ... 1.•|8|83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2 ...

সুষ্ঠু কাজের জন্য কম্পিউটার চাই ঃ শিক্ষামন্ত্রী

কর্মসংস্থানের সাথে শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কহীন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেছেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে দেশে যে সব কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে প্রতিক্ষেত্রেই কম্পিউটার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউশন অব এডুকেশন, এক্সটেনশন এ্যাণ্ড রিসার্চ মিলনায়তনে 'সেণ্টার ফর ডিজিটাল ইলেকট্রনিকস এ্যাণ্ড কম্পিউটার সায়েন্স' এর উদ্বোধনকালে তিনি

(শেষ পৃ: ৮-এর ক: দ্র:)

শিক্ষা মন্ত্রী

(১ম পাতার পর)

একথা বলেন। উন্মেষ বিজ্ঞান ক্লাব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিকস বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই সেণ্টার স্থাপিত হয়েছে। উন্মেষ বিজ্ঞান ক্লাবের চেয়ারম্যান প্রফেসর কে এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন প্রফেসর মো: শামসুল হক ফলিত পদার্থ বিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ জালালুর রহমান, ডঃ আবদুস সাত্তার, ডঃ এ, আর খান, জনাব আবদুর রশিদ প্রমুখ।

ডঃ মাজিদ খান বলেন, দেড় বছর আগে আমি যখন কম্পিউটার ব্যবহার করার কথা বলেছিলাম তখন কোন কোন পত্রিকায় সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে, এটা অবাস্তব ব্যাপার। জনবহুল দেশে কম্পিউটার ব্যবহার করলে লোকজন বেকার হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, সেদিন জবাব দিতে পারিনি। আজ জবাব দেয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রতিটা কাজ যেভাবে করা হয়, কম্পিউটার ব্যবহার করা হলে তার চেয়ে হাজার না হোক শতগুণ বেশী দক্ষতার সাথে উক্ত কাজ করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, কম্পিউটার ব্যবহার করা হলে মানুষের মেধায় অনেক বেশী কাজ করার সুযোগ আসবে। মানুষ 'ফালতু' অথবা বেকার হয়ে যাবে না বরং বর্তমানে প্রতিদিন যেখানে কোন ব্যক্তি একটি কাজ করে হাপিয়ে উঠে সেখানে সেই একই ব্যক্তি প্রতিদিন ১০টি কাজ করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, কম্পিউটার মানুষের প্রতিযোগী নয় বরং এটি একটি অত্যাবশ্যক জিনিস।

পুঁথিগত শিক্ষার কুফল

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবাস্তব বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যে, এই শিক্ষা মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচেছ। এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বর্তমান শিক্ষা বহুলাংশে পুঁথিগত শিক্ষা। তার উপরে অধিকাংশ ছাত্রই মূলবই না পড়ে নোটবই পড়ে, নোট বই না পড়েও কতকগুলো সুনিদিষ্ট প্রশ্ন মুখস্থ করে। অর্থাৎ কোন রকমে পাস করে তথাকথিত জ্ঞান অর্জন করে। তিনি বলেন, এর ফলে আত্ম-আহমিকা জেগে উঠে এবং এই শিক্ষা কোনদিনই বাস্তবে কাজ করার মত যোগ্যতা এনে দেয় না। ফলে দেশে উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচেছ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা প্রকৃত শিক্ষা পাইনা, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ব্যর্থ হই। তাই যেকোন ব্যবহারিক দায়িত্ব থেকে নিজেকে এড়িয়ে রাখি। তিনি বলেন, চাকরি সৃষ্টি করতে হলে দেশে প্রযুক্তিগত ও শিল্পের উন্নয়ন দরকার। নতুবা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পাস করলেই চাকরিপাওয়া যাবেনা।

তিনি বলেন, আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে, কর্মসংস্থানের সাথে শিক্ষা পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক নেই। শুধু কি তাই, যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তাতেও ঠিকমত পড়াশুনা হয় না। এছাড়া পাস করার জন্য পড়াশুনা লাগে না এবং এখনও করতে হয় না। এরজন্য ছাপানো সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এ বছর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপর্ব শেষ হওয়ার পর এ ধরনের নকল সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রী বলেন যে, বাস্তবজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে দেশের লোকজনকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে বিরাট জনগোষ্ঠী কোন দিনই জনশক্তিতে পরিণত হবে না, বরং পরিণামে এই জনগোষ্ঠী জাতির ধ্বংস ডেকে আনবে। তিনি বলেন, দেশের মানুষকে শক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করতে পারলে পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে আমাদের বড়জোর ৩ থেকে ৫ বছর সময় লাগবে। তিনি বলেন, যে, ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত দেশের চেয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে, এই ব্যবধান দূর করতে না পারলে উন্নত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের জিডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যবধান রয়েছে তা কোনদিনই দূর করা সম্ভব হবে না বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

'সেণ্টার ফর ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সে'-এর উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, দু'চার বছরের মধ্যেই 'কম্পিউটার'-এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হবে। এর ফলে প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে নতুন গতির সঞ্চার হবে এবং কাজের সময় অনেক সংক্ষিপ্ত হবে।